প্রতিবন্ধী আন্দোলন ২০০৩

অর্জনের ১ বছর

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান**

বদলে গেছে বিশ্ব পরিস্থিতি। পৃথিবী যেকোনো সময়ের তুলনায় বাজারমুখী এবং সংঘাতময়। অন্যদিকে পুরো বিশ্বে মানুষের নতুন জাগরণ ঘটছে। এই জাগরণের মধ্য দিয়ে যেসব পরিবর্তন দৃশ্যমান হচ্ছে তা বৈপ্লবিক এবং মানবিক। অধিকার, মানবাধিকার, বৈষম্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিটি বিষয়েই বিশ্ব সচেতন হচ্ছে। বলিভিয়া থেকে বাংলাদেশ, আফ্রিকা থেকে এশিয়া- সব জায়গায় একই কণ্ঠস্বর ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন।

দারিদ্র্যের বিপক্ষে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরে সংগ্রাম করছে সত্য। কিন্তু দেশে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনার সরকারি কোনো পলিসি সেই অর্থে ছিল না। এখনও নেই। একটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠী বাস করে। রাষ্ট্র যখন সব জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করতে পারে, তখনই কেবল রাষ্ট্র কল্যাণময়ী এবং গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কথা বলা যায়। দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশের সংবিধান দেশের নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। এই দেশের মাটিতে জন্ম নেয়া কেউ যদি প্রতিবন্ধী হয়, নাগরিক হিসেবে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার কি সে ভোগ করবে না? বাস্তবতা হচ্ছে, সংবিধান সমান অধিকার দিলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কোনো আইনই প্রতিবন্ধীদের নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষা করেনি। অধিকার সুরক্ষিত নয় বলেই প্রতিবন্ধীরা আজ সমাজের প্রতিটি স্তরেই সংগ্রাম করছে। অথচ মাত্র ১০ বছর আগেও প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো আন্দোলন ছিল না। এমনকি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হতে পারে সে ভাবনাও সমাজে অনুপস্থিত ছিল। রাষ্ট্র তো নয়ই, পরিবারেও এই ভাবনা ছিল না যে প্রতিবন্ধী সন্তানটি এই সমাজেরই একজন। তারও সুন্দর ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। সেও দেশ ও পরিবারের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক ভাবনার অভাবই বিশাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তাহীন করে রেখেছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এখনও নিরাপদ- বিষয়টি এমন নয়। তবে সংগঠিত রূপ অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাদের সামাজিকভাবে রক্ষা করছে, এই বিষয়টি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত।

bi“¾vgvb

মোছাঃ জান্নাতুন, বয়স ২০। রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার খয়রা গ্রামে তার বাড়ি। পড়াশোনার সুযোগ তার হয়নি। কিন্তু পড়াশোনা তার জন্য এখন কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। যদিও সে মনে করে, পড়ার সুযোগ পেলে জীবন আরো সুন্দর হতো। জান্নাতুন মাত্র দু'বছর আগেও জীবন কতটা দুর্বিষহ ছিল তার বর্ণনা দেয়। প্রতিবন্ধী বলে পরিবার তার পড়াশোনার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ভালো কাপড় বা মাথার তেলও তার জন্য ততোটা বরাদ্দ ছিল না, যতটা ছিল পরিবারের অন্যদের জন্য। সে ধরে নিয়েছিল প্রতিবন্ধীদের এটাই জীবন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভালোলাগা মন্দলাগা সব সময় অন্যদের বিবেচনার বাইরে। সেই জান্নাতুন আজ অন্য মানুষ। সাহসী-আত্মবিশ্বাসী। জীবনকে এখন সে জীবন হিসেবেই দেখে। এডিডি বাংলাদেশের সহায়তায় রাজশাহীতে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনের একটি নবদিগন্ত অঙ্গীকার ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের মহিলা, শিশু ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সে। জান্নাতুন আজ অধিকার-মানবাধিকার বোঝে, সংগঠন বোঝে। সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের কাছে নিজের প্রাপ্য কতটুকু সেটাও জানে। জান্নাতুনের মতো হাজার হাজার প্রতিবন্ধী আজ এ ব্যাপারগুলো বোঝে, ব্যক্তি জীবনে চর্চা করে এবং সমাজকে

GiKg bvU‡Ki gva¨‡g cÖwZeÜx‡`i Bm¨¸‡jv Z‡j aiv nq RbM‡Yi mvg‡b

উৎসাহিত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূল অর্জন এখানেই। হ্যাঁ, এ কথা সত্য সারা দেশের চিত্র এক রকম নয়। তবে ধীরে ধীরে তারা অগ্রসর হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে কতটুকু কি করছে? গত বছর তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা কতটুকু, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণেই সেটা পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। সাপ্তাহিক ২০০০ ঠিক এই পর্যালোচনাটাই প্রতিবন্ধীদের মাঝে খতিয়ে দেখতে চেয়েছে। শিক্ষা সব সময়ই জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা ছাড়া জাতি অন্ধ ও মেরুদন্ডহীন। দেশে শিক্ষার হার যাই থাকুক না কেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রায় বন্ধই বলা যায়। যদিও চিত্র কিছুটা বদলাচ্ছে, তারপরও এই জায়গায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রচন্ড সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সাধারণ স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি নিতে চায় না কর্তৃপক্ষ- এটি খুব সাধারণ অভিযোগ। এডিডি বাংলাদেশ কাজ শুরু করার পর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্থানীয় সংগঠন (প্রতিবন্ধী সংগঠন) সংগঠিত ও পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করে। তারা ফলও পেতে থাকে দ্রুত। ফলে কাজটিকে এডিডি তার সব কর্ম এলাকায় প্রসারিত করে। রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি নিত না। এখন নেয়।

R‡jLv Av³vi Rwj

ফজলু শেখ অঙ্গীকার ফেডারেশনের সভাপতি। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সংগঠন হবার পর আমরা এই জায়গাটা শক্ত করে ধরি। স্কুলে স্কুলে ঘুরে শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করেছি। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বুঝিয়েছি। এখন কর্ম এলাকার সব স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুরা ভর্তি হতে পারছে।' এডিডি যেসব এলাকায় কাজ করছে তার প্রতিটি জায়গাতেই শিশুরা সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু মূল সমস্যা রয়ে গেছে শিক্ষকদের মানসিকতা ও ব্যবহারে।' ফজলু শেখ বলেন, 'শিক্ষকরা ভর্তি করছে কিন্তু তারা প্রতিবন্ধী-বান্ধব নয়। ফলে তারা বুঝতে পারে না একটি প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত। তারপরও তারা যে ভর্তি নিচ্ছে এটাকেই আমরা প্রাথমিক অর্জন হিসেবে দেখছি।'

২০০৩ সাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনের ইতিহাসে সব সময় একটি বিশেষ অবস্থান নিয়ে থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনের ইতিহাসে বছরটি ঘটনাবহুল। এ বছর শুধু প্রতিবন্ধী সংগঠনের মাধ্যমে এডিডি বাংলাদেশের নতুন ১০টি জেলায় প্রতিবন্ধীদের

†K›`ª t_‡K †Rjv chš— cÖZeÜx msMVb¸‡jv ev‡RU eiv‡Ïi Rb¨ gvbeeÜb I ¯§viKwjwc †ck K‡i

সংগঠিত ও ক্ষমতায়নের কাজ শুরু করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নতুন জেলাগুলোতে কাজ শুরু করেছেন। এডিডি তাদের সমর্থন দিচ্ছে। কুষ্টিয়া জেলা ফেডারেশনের সদস্য মোশাররফ হোসেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কুষ্টিয়া জেলা ফেডারেশন এখন নিজেরাই স্বাবলম্বী। দেশের অন্যান্য জেলার প্রতিবন্ধীদের সংগঠিত করতে আমরা এখন কাজ করছি। আমি নিজে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সংগঠন তৈরি করে সেখানকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ওপর ছেড়ে দিয়ে নরসিংদীতে নতুন সংগঠন করার কাজ করছি। জেলায় জেলায় নতুন যে সব সংগঠন হচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণসহ অন্য সব বিষয়ে সহযোগিতা করছে এডিডি। যে সমস্ত জেলায় ফেডারেশনগুলো শক্তিশালী, তাদের কর্মীরা অন্য জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করছে এবং একটি সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে আসছে। নরসিংদীতে আমি নতুন ৯টি সংগঠন করেছি।' মোশাররফ হোসেনের মতো আরো অনেক প্রতিবন্ধী নেতা অন্য জেলাগুলোতে প্রতিবন্ধী সংগঠনের সংখ্যা বাড়াতে পরিশ্রম করছেন। জানা গেছে, এ রকম ৪০০ তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংগঠনের ৬৮১৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ২২টি প্রতিবন্ধী সংগঠনের অধীনে কাজ করছে। এসব সংগঠন গ্রুপ সদস্যদের উন্নয়ন, সাংগঠনিক উন্নয়ন, সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কাজ করছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ফান্ড তৈরিতেও ভূমিকা রাখছে। কুষ্টিয়া জেলা ফেডারেশনকে মডেল ধরে এসব সংগঠন একটি ছাতা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা গত বছর পর্যন্ত অনেক দূর পৌঁছেছে। নাটোর জেলা ফেডারেশনের নেতা নূরুজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নাটোরের ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলো নাটোরে জেলা ফেডারেশন তৈরি করছে। গত বছর জেলা ফেডারেশন নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জেলা নেতৃত্ব নির্বাচিত করেছি। কুষ্টিয়ার মতো নাটোরও খুব দ্রুত নিজেরাই নিজেদের সংগঠন চালাতে পারবে।' বিমল কুমার সরকার নামের অন্য একজন প্রতিবন্ধী নেতা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা জেলা পর্যায়ের সংগঠন নিয়েই কেবল বসে থাকিনি। জেলার পাশাপাশি জাতীয় একটি ফেডারেশন তৈরি করেছি। জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী ফেডারেশন পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রণয়ন, সদস্যনীতি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে তার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছি। পাশাপাশি আমরা এ বছর একটি জাতীয় কনভেনশনও করেছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। অন্যদিকে ২৩টি জেলায় সংগঠনের বিকাশ এবং সকল পর্যায়েই সচেতনতামূলক কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

সংগঠনে গণতান্ত্রিক চর্চা থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব নির্বাচনে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যেকোনো অন্যায়ের বিপক্ষে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তা সে দেশের যে স্থানেই হোক না কেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো বিভিন্ন জেলায় বার কাউন্সিল, সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সভা করে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে গত সরকার প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ প্রণয়ন করে। যদিও আইনটি বর্তমানে কিছু সংশোধনীর জন্য সংসদীয় কমিটিতে রয়েছে। বিমল কুমার সরকার বলেন, 'আমরা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে

সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে দীর্ঘদিন আইনটি সংশোধনীর জন্য সংসদীয় কমিটিতে আটকে আছে। আমরা দাবি জানাই, সরকার যেন দ্রুত আইনটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। তাহলে আমাদের কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনটির এখনই প্রয়োগ দরকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেমন আইনটি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক কাজ করছে, সরকারও এমন উদ্যোগ নিলে খুব ভালো হয়।'

২০০৩ অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে এডিডি গত ১০ বছরে যেসব লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করেছে তার অনেকগুলো লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এর একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাফল্যের ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৮০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তার মধ্যে ১৬ জন প্রার্থী বিজয়ী হন। শুধু তাই নয়, ৫০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ১৯ জেলায় ২২৮টি কেন্দ্রে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় সরকার হলো ক্ষমতায়নের প্রথম এবং একমাত্র প্রবেশদ্বার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই জায়গাটি ভালোভাবেই চিহ্নিত করেছে। যে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের আন্দোলনে ইউপি নির্বাচনকে বিশেষ মাইলফলক বলে চিহ্নিত করছে। নাটোর জেলা ফেডারেশনের নেতা নুরুজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নির্বাচন আমরা আগেও দেখেছি। তখন আমাদের কেউ গুরুত্ব দিতো না। কিন্তু গত ইউপি নির্বাচনের আগে আমরা বুঝতে পারলাম প্রতিবন্ধীরাও একটি ভোট ব্যাংক। তাছাড়া আমাদের কথা বলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। তখন আমাদের সিদ্ধান্ত হলো ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েই শুরু করতে হবে। তো আমরা ৮০ জনকে দাঁড় করিয়েছিলাম। এদের সবাই জিততে পারেনি সত্য। ১৬ জন জিতেছে। নাটোরেও ৫ জন বন্ধু জিতেছে। ইউপি নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছি। দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয়। বরং দেশের প্রতিবন্ধীরাও একটি সম্মিলিত শক্তি। অন্য দশজনের মতো সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার অধিকার তাদেরও আছে।' অঙ্গীকার ফেডারেশনের সভাপতি ফজলু শেখ বলেন, 'গত নির্বাচনে আমি পরাজিত হয়েছি সত্য। কিন্তু এলাকার লোক আমাকে মেম্বার বলে ডাকে। নেতিবাচক যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রতি ছিলো, সেটা দূর হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত। সরকারি কর্মকর্তারাও এখন আমাদের গুরুত্ব দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ডাকছে। সবচেয়ে সুবিধা হলো, সরকারের অনেক নীতিকে আমরা প্রভাবিত করতে পারছি। আমার জানা মতে, যেসব বন্ধু গত ইউপি নির্বাচনে জয়ী হয়েছে, এলাকায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস থেকে প্রতিবন্ধী মেম্বাররা মুক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী নেতারা পরিচ্ছন্ন ইমেজ নিয়ে জনগণের দায়িত্ব পালন করছে। গত নির্বাচনের তুলনায় আগামী নির্বাচনে অনেক বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।' ক্ষমতার প্রাথমিক স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন জাতীয় সংসদে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশ্বাস।

জনসংখ্যার ১০ ভাগ হলেও রাষ্ট্রের কোনো ক্ষেত্রেই ১০ ভাগ অংশ সরকার নিশ্চিত করে না। বাধ্য হয়েই তাদের প্রতিবাদের পথ বেছে নিতে হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব সরকারের।

'সরকারসহ সকল মহলকে আমাদের সঙ্গে থাকার আহ্বান জানাই'

মোশাররফ হোসেন

কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, এডিডি বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশে এডিডি ১০ বছর কাজ করছে। ২০০৩ সালে এসে দেখা যাচ্ছে এডিডির কাজ একটি পরিচ্ছন্ন আকার পেয়েছে। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ২০০৩ সালে এডিডির জন্য অনেক কিছু নির্দেশ করে। আপনি কি একমত?

মোশাররফ হোসেন : হ্যাঁ। ২০০৩ এডিডির জন্য টার্নিং পয়েন্ট। ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞান ও কর্মপরিধিকে সমৃদ্ধ করেছে। ২০০৩-এ এসে আমরা মোটা দাগে চোখে দেখা যায় এমন কিছু ফল পেয়েছি। ফলে আগামী ৫ বছর এডিডি কোন পথে চলবে তার একটি দিক-নির্দেশনা ২০০৩ সালে তৈরি হয়েছে। মূলত অধিকার ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য এডিডি তার কৌশল নির্ধারণ করে। যা প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে। পাশাপাশি বৃহত্তর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার তাগিদও এডিডি অনুভব করে। ফলে নতুন ১০ জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করা হয়। আমাদের লক্ষ্য হলো, পরবর্তী ৫ বছরে প্রায় ১০০টি প্রতিবন্ধী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

২০০০ : ইউপি নির্বাচন, পিএসসি'র কোটাসহ বেশ কিছু সাফল্যের পালক আপনাদের অভিজ্ঞতায় ২০০৩ সালে যুক্ত হয়েছে। এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মোশাররফ হোসেন : দেখেন এডিডি'র কর্মসূচি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে আমাদের প্রণীত কর্মসূচির সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা একাত্ম হয়ে কাজ করেছে। এ জন্য আমরা সমাজ এবং সরকারকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি এক ধরনের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করাতে পেরেছি। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসব অর্জনের ফলেই প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

২০০০ : এ সব অর্জন এডিডিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে বলে আপনাদের বিশ্বাস?

মোশাররফ হোসেন : ২০০৩ সালের অর্জনগুলো এডিডিকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে। সাংগঠনিক স্ট্রেন্থ বেড়েছে। অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বেড়েছে। প্রতিবন্ধী সংগঠন ও এডিডির ভিশন এক হওয়ায় আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবো। গত বছরের অর্জনগুলো আমাদের এই ইঙ্গিত দেয় যে আমরা আমাদের প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। তাদের অধিকারও আদায় হবে। এক্ষেত্রে সরকারসহ সকল মহলকে আমাদের সঙ্গে থাকার আহ্বান জানাই।

দেশে প্রতিবছর বাজেট হয়। কিন্তু ১০ ভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য এতো কম বরাদ্দ থাকে, যা দিয়ে বিশাল এই জনগোষ্ঠীর জন্য সত্যিকার কোনো কল্যাণ করা সম্ভব হয় না। যে জন্য প্রতিবছরই বাজেটে বেশি বরাদ্দের জন্য দাবি জানাতে হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বাজেটের আগে সারা দেশে প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো মানববন্ধন করে, স্মারকলিপি প্রদান করে। বজরপুর গ্রামের সাইদুল ইসলাম। তিনি তৃণমূল অঙ্গীকার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি বলেন, 'গত বছর কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে বাজেটের আগে আমরা মানববন্ধন করেছি। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যেসব জায়গায় সংগঠন আছে সেখানকার প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। যার ফলস্বরূপ প্রথমে বাজেটে বাংলাদেশ কাজ করছে।

কিছুদিন আগেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রকট বৈষম্য ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। আগে একজন প্রতিবন্ধী ছাত্র যত মেধাবীই হোক না কেন, তার পিএসসিতে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। এডিডি বাংলাদেশে কাজ শুরু করার পর থেকেই পিএসসি'র বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। পিএসসির বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানববন্ধন, বিক্ষোভ, সরকারি পর্যায়ে প্রচুর দেন-দরবার করেও কোনো লাভ হয়নি। সাপ্তাহিক ২০০০ও বেশ কয়েকবার এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়। হঠাৎ করেই গত বছর প্রধানমন্ত্রী পিএসসিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ কোটা ঘোষণা

যেখানেই প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই প্রতিবন্ধী নেতৃবৃন্দ ছুটে গেছেন। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে র‌্যালি, স্মারকলিপি প্রদান, প্রশাসনের প্রতি চাপ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নাটোরের বারঘরিয়া গ্রামের জুলেখা আক্তার জলি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি ৪ বছর ধরে প্রতিবন্ধী ফেডারেশনের সঙ্গে আছি। নাটোরে সুইটি নামক এক বোন ধর্ষিত হয়। কিন্তু আসামিরা প্রথমে প্রশাসনের সহযোগিতা পাচ্ছিলো। পরে ফেডারেশনের উদ্যোগে সমাবেশ, র‌্যালি, মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন করি। আন্দোলনের এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রশাসন বাধ্য হয় আসামিদের গ্রেপ্তার করতে। আসামিরা বর্তমানে জেলে আছে। এমনি করে

cÖwZeÜx Rûivi wbhvZ‡bi NUbvq GWwfwÛi D‡`¨v‡M MvBevÜvq wekvj Rbmgv‡ek| cÖwZeÜx bvixi cÖwZ †hŠb wbhvZ‡bi NUbv N‡U‡Q †mLv‡bB Q‡U †M‡Q cÖwZeÜx †bZe›`|

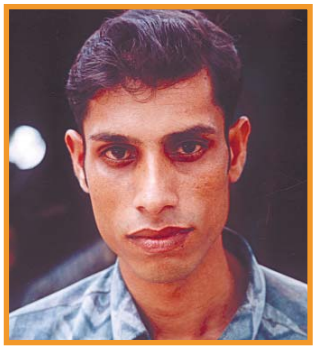

২৫ কোটি টাকা দিলেও পরে তা বৃদ্ধি করে ৪০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়। পাশাপাশি সরকারের কাছে আমাদের দাবি ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আনতে হয়, তার ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের। সরকার আমাদের সে দাবি মেনে নিয়েছে গত বাজেটে। সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ চালু করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্য দিয়ে সরকার ইতিমধ্যেই ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে।'

দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র্য নিরসনে কোনো এনজিওরই তেমন কোনো কর্মসূচি নেই। সরকারও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পিআরএসপি প্রণয়ন করলেও, সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের B"Qv¸‡jv প্রতিফলিত হয়নি। পিআরএসপিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এডিডি

dRj †kL

করে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয় এবং আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। যদিও সরকার এখন পর্যন্ত শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সামগ্রিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো স্থানীয় পর্যায়ে স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে।

২০০৩-এর পুরোটাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কেটেছে। বিশেষ করে গত বছর প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার হার ছিল আশঙ্কাজনক। গাইবান্ধায় বিএসএফ কর্তৃক জহুরা ধর্ষণ, বগুড়ায় আলপনা নির্যাতন, নাটোরের সুইটি নির্যাতনসহ অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। প্রতিটি ঘটনাতেই প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলাদেশের

বগুড়ার আলপনা নির্যাতন, গাইবান্ধার জহুরার ঘটনায়ও আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। আসামিরা যেন সমাজের কোনো স্তরেই কারো সহযোগিতা না পায় সেজন্য আমরা অ্যাডভোকেসির কাজ করেছি। অন্যদিকে বার সমিতিগুলোর সঙ্গে নিয়মিত কর্মশালা করেছি, যাতে আইনজীবীরা এসব ক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকে।' মাগুরা জেলার ইলিয়াস বলেন, 'আমাদের সংগঠিত হবার কারণে এখন কেউ অন্যায় করে পার পেয়ে যায় না। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করি। মাগুরায় ফুলজান নামে একজন ধর্ষিত হয়। আমরা ধর্ষকের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করি। আন্দোলনের ফলে আসামি গ্রেপ্তার হয়। এখন যেদিন মামলার তারিখ থাকে ১৫০/২০০ জন প্রতিবন্ধী আদালতে মানববন্ধন করি। এভাবেই আমরা সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুচ্ছি।'

উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে গত বছর জাতীয় প্রতিবন্ধী নাট্যোৎসবের শিরোনাম ছিল বন্ধ কর প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতা। সারা দেশের ১৬টি নাট্যদল এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। জুলেখা

আক্তার জলি বলেন, 'আমরা শুধু ঘটনার প্রতিবাদ করেই থেমে থাকছি না। যেখানে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে নিজেরাই নাটক রচনা করছি। তার প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং নিজেরাই সেখানে অভিনয় করছি। ফলে জনগণ এ বিষয়গুলোতে সচেতন হচ্ছে এবং আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।' বগুড়ার রাশেদুল বলেন, 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেমন দাঁড়াচ্ছি, তেমনি ইরাকে যে অসম, অমানবিক যুদ্ধ হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। সারা দেশে যেখানে আমাদের সংগঠন আছে সেখানেই প্রতিবাদ হয়েছে ইরাক যুদ্ধের প্রতিবাদে।' জহুরার ঘটনায় এডিডি বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায় যাতে দোষীদের শাস্তি হয়। যদিও ভারত সরকার সব অভিযোগ অস্বীকার করে। যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিডিয়াতে প্রতিবন্ধীদের ইস্যুগুলো অবহেলিত। তারপরও গত বছর থেকে প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও তাদের ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়গুলো মিডিয়াতে নিয়মিতভাবে আসতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ২০০০ গত ৪ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর সবই সম্ভব হয়েছে প্রতিবন্ধীদের সংগঠন এডিডি বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে। ZYgj ch©v‡qi msMVb¸‡jv স্থানীয় পর্যায়ের মিডিয়াগুলোতে অ্যাডভোকেসির কাজ করছে। এডিডি বাংলাদেশের মিডিয়া অ্যাডভোকেসির পরিকল্পনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছে। পাবনার ফেডারেশন নেত্রী মরিয়ম ইসলাম বীণা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের আন্দোলনে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রগুলো পাশে থাকছে। যেকোনো সমস্যা তারা স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে তুলে ধরছে। ফলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল পরিবর্তন আসছে।' বগুড়ার রাশেদুল, নাটোরের নুরুজ্জামান, কুষ্টিয়ার মোশাররফ, রাজশাহীর সাইদ সকলেই জানালেন, তারা সব সময় স্থানীয় সংবাদপত্র-গুলোকে পাশে পাচ্ছে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের ঘটনায় স্থানীয় পত্রিকাগুলো প্রতিবন্ধীদের আন্দোলনকে প্রচুর কাভারেজ দিচ্ছে। ফলে প্রশাসন ও জনগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মিলিত শক্তিকে অস্বীকার করতে পারছে না বরং যতদূর সম্ভব পাশে থাকছে। এডিডির মিডিয়া অ্যাডভোকেসির ফলে দেশের প্রতিটি কর্নার থেকে আজ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যুগুলো উত্থাপিত হচ্ছে। গতবছর এডিডি

cwZeÜx Rb‡Mvôxi gvÎ 4% wk¶vi m‡hvM cvq| GB wkï‡`i wk¶vi m‡hv‡Mi Rb¨ GwWwW `xNw`b a‡i jovB Ki‡Q

প্রিন্ট মিডিয়াতে ফটোফিচার, ক্রোড়পত্র, কেসস্টাডি তুলে ধরার ব্যবস্থা করে। ফলে সরকারের নীতি-নির্ধারক ও সুশীল সমাজ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইস্যু ও বৈষম্যের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসছে। এটাকে বড় অর্জন হিসেবে দেখছে প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো। প্রিন্ট মিডিয়ার বাইরেও টক শো, প্রতিবন্ধীদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র, প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ক গান ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। 'ওয়াটার এন্ড হুইল' নামক একটি প্রামাণ্য-চিত্র গত বছর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়। নুরুজ্জামান মিয়া সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'হ্যাঁ এ কথা সত্য যে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় আমাদের ইস্যুগুলো গতবছরে প্রচুর পরিমাণে মিডিয়ায় এসেছে। কিন্তু জাতীয় মিডিয়ায় আমাদের ইস্যুগুলো আরো বেশি গুরুত্ব পেলে আমরা অনেক বেশি এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।'

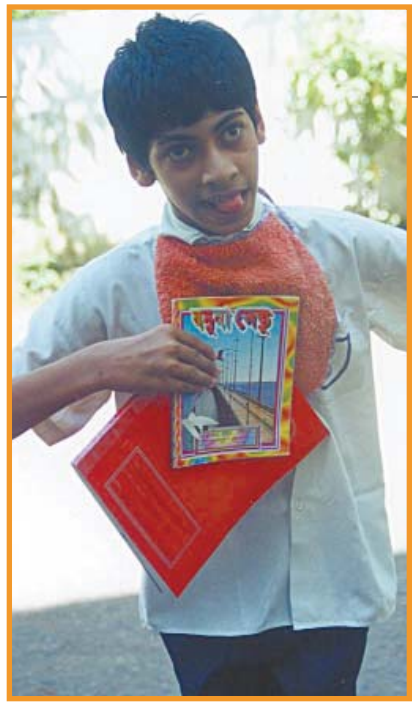

†gvkvi id

দিন যত যাচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে ততো তীব্রতা আসছে। সংগঠন বাড়ছে। প্রতিদিনই আরো অধিকসংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ফলে আন্দোলন-সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শক্ত ভিত পাচ্ছে। গতবছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস সারাদেশের ২৩টি জেলায় পালিত হয়। অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় গত বছর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস বিশেষ মর্যাদায় পালন হয়। সারা দেশে একই সময় একইভাবে পলিত হয়। ৪০০ প্রতিবন্ধী সংগঠন তাদের গ্রাম ও শহরে উৎসবের আমেজে দিবসটি পালন করে। সরকারিভাবেও রাজধানীতে র‍্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়। মোছাঃ উজ্জিলা খাতুন বলেন, 'প্রতিবছর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনচিত্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেশবাসীর কাছে তুলে ধরি।'

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থানায় থানায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যেসব কমিটি হচ্ছে, সরকার সেখানে প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিদের রাখছে। এ কারণে এডিডি কর্ম এলাকায় সমাজকল্যাণের ঋণ সঠিকভাবে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিতরণ সম্ভব হচ্ছে। প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলো এটাকেও তাদের সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করছে। ফজলু শেখ বলেন, 'পিএসসিতে আমরা ১০ ভাগ কোটা দাবি করেছি, সংসদে ১২টি আসন দাবি করেছি। আমরা আজকে যা দাবি করছি, একদিন তা পাবো। আমি মনে করি, যে আন্দোলনের সঠিক ধারাবাহিকতায় আমরা আছি তাতে সফল হবোই হবো।' বাসে নির্দিষ্ট আসন, স্বাস্থ্যসেবা, র‍্যাম্প নির্মাণের দাবিগুলো সব পূরণ না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। এক্ষেত্রে সরকারের একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধারণা, সরকার ঠিকই একদিন তাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।

১০ বছর আগে এডিডি বাংলাদেশ কাজ শুরু করেছিল। অনেক পথ পেরিয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আজ প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত শক্তি। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার এই শক্তিকে গুরুত্বর সঙ্গে গ্রহণ করছে। সমাজের জন্য এটা একটি শুভ ইঙ্গিত। অন্যদিকে ১০ বছরের পরিক্রমায় গত বছরের অর্জনগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলার পথে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্জনই তাদের চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। আগামীকাল হয়ে উঠবে প্রতিবন্ধী বান্ধব বাংলাদেশ।

Action on Disability and Development

ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশেষ উদ্যোগ